যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১১৬

১/ বিবিধ

আরবী

تعشوا ولوبكف من حشف، فإن ترك العشاء مهرمة
ضعيف جدا

أخرجه الترمذي (3 / 100) والقضاعي (63 / 1) من طريق عنبسة بن عبد الرحمن القرشي عن عبد الملك بن علاق عن أنس مرفوعا، وقال الترمذي
هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه عنبسة يضعف في الحديث، وعبد الملك ابن علاق مجهول
قلت: وعنبسة هذا، قال أبو حاتم: كان يضع الحديث كما في " الميزان " للذهبي وساق له أحاديث هذا أحدها، والحديث رواه أبو نعيم في " الحلية " (8 / 214 ـ 215) والخطيب (3 / 396) من طريق عنبسة بن عبد الرحمن عن مسلم كذا عن أنس به
وقال أبو محمد بن أبي حاتم في " العلل " (2 / 11) : قرأ علينا أبو زرعة كتاب الأطعمة فانتهى إلى حديث كان حدثهم قديما إسماعيل بن أبان الوراق عن عنبسة بن عبد الرحمن عن علاق بن مسلم كذا عن أنس بن مالك به، قال أبو زرعة: ضعيف، ولم يقرأ علينا
ثم رأيته في " الكامل " لابن عدي (2 / 232) رواه على وجه آخر من طريق عبد الرحمن بن مسهر البغدادي عن عنبسة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن ابن أنس بن مالك عن أبيه مرفوعا وقال: ابن مسهر هذا مقدار ما يرويه لا يتابع عليه وهذا الحديث لعله لم يؤت من قبله، وإنما أتي من قبل عنبسة لأنه ضعيف، والحديث عن

موسى غير محفوظ
قلت: فتبين من الروايات أن عنبسة كان يضطرب في إسناده، فمرة يقول عبد الملك بن علاق ومرة مسلم ولا ينسبه، وأخرى علاق بن مسلم وتارة عن موسى بن عقبة عن ابن أنس وهذا ضعف آخر في الحديث وهو الاضطراب في سنده وأورده الصغاني في " الأحاديث الموضوعة " (ص 12) ومن قبله ابن الجوزي (3 / 36) وذكره من طريق الترمذي ونقل كلامه عليه ولم يزد فتعقبه السيوطي (2 / 255) بقوله: قلت: ورد من حديث جابر، قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن عبد الله الرقي حدثنا إبراهيم بن عبد السلام بن عبد الله بن باباه المخزومي حدثنا عبد الله بن ميمون عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تدعوا العشاء ولوبكف من تمر فإن تركه يهرم "، ووجدت لحديث أنس طريقا آخر قال ابن النجار في تاريخه "
قلت: ثم ساق إسناده من طريق أبي الهيثم القرشي عن موسى بن عقبة عن أنس مرفوعا
قلت: وهذا إسناد لا يفرح به! قال الذهبي في " الميزان ": أبو الهيثم القرشي عن موسى بن عقبة، قال أبو الفتح الأزدي: كذاب، وكذا في " اللسان "، وأما حديث جابر فهو عند ابن ماجه (2 / 322) بالسند المذكور وهو ضعيف جدا إبراهيم ابن عبد السلام أحد المتروكين كما في " تهذيب التهذيب " وفي " الميزان ": ضعفه ابن عدي وقال عندي أنه يسرق الحديث، وعبد الله بن ميمون إن كان هو القداح فهو متروك، وإن كان غيره فهو مجهول، وقد رجح الأول الحافظ ابن حجر في " التقريب " ورجح الآخر المزي في " التهذيب " قال: لأن القداح لم يدرك ابن المنكدر إن كان إبراهيم بن عبد السلام في روايته عنه صادقا

বাংলা

১১৬। তোমরা নৈশ খাদ্য গ্রহণ কর যদিও নিকৃষ্ট মানের খাদ্যের এক হাতের তালু পরিমাণও হয়। কারন নৈশ

খাদ্য পরিত্যাগ করা বার্ধক্যের কারন।

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইমাম তিরমিযী (৩/১০০) ও কাযাঈ (১/৬৩) আম্বাসা ইবনু আবদির রহমান আল-কুরাশী সূত্রে আব্দুল মালেক ইবনু আল্লাক হতে ... বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী বলেনঃ হাদীসটি মুনকার, এ সূত্র ব্যতীত অন্য কোন মাধ্যমে এটিকে চিনি না। আম্বাসা হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল আর আব্দুল মালেক মাজহুল।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ আম্বাসা সম্পর্কে আবু হাতিম বলেনঃ كان يضع الحديث "তিনি হাদীস জাল করতেন" যেমনভাবে যাহাবীর "আল-মীযান" গ্রন্থে এসেছে। অতঃপর তিনি তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেছেন, এটি সেগুলোর একটি।

হাদীসটি আবূ নু'য়াইম "হিলইয়াহ" গ্রন্থে (৮/ ২১৪-২১৫), খাতীৰ বাগদাদী (৩/৩৯৬), ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" গ্রন্থে (২/১১) ও ইবনু আদী "আল-কামিল" গ্রন্থে (২/২৩২) আম্বাসা সূত্রেই তার শাইখের নাম বিভিন্নরূপে উল্লেখ পূর্বক বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ কারণেই উক্ত বর্ণনাগুলো হতে সনদটি আম্বাসা সূত্রে মুযতারিব এটাই সুস্পষ্ট। কারণ তিনি তার শায়খের নাম একবার বলছেন আব্দুল মালেক ইবনু আল্লাক আরেকবার বলছেন মুসলিম, আরেক বার বলছেন আল্লাক ইবনু মুসলিম, আবার বলছেন মূসা ইবনু উকবা। এরূপ ইযতিরাব হওয়াটাও হাদীসটি দুর্বল হওয়ার অন্যতম কারণ। [মুযতারিবের ব্যাখ্যা দেখুন (৫৭-৫৮) পৃষ্ঠায়।]

হাদীসটি সাগানী তার "আহাদীসুল মাওযুআহ" গ্রন্থে (পৃঃ ১২) এবং তার পূর্বে ইবনুল জাওযী (৩/৩৬) তিরমিযীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন।

ইবনু মাজাহ্ (২/৩২২) অনুরূপ অর্থের হাদীস জাবির (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তার সনদে ইবরাহীম ইবনু আবদিস সালাম ও আব্দুল্লাহ ইবনু মায়মুন রয়েছেন। কিন্তু সেটি সহীহ নয় বরং নিতান্তই দুর্বল। কারণ ইবরাহীম মাতরূকদের দলভুক্ত; যেমনভাবে "তাহযীবুত তাহযীব" গ্রন্থে এসেছে। যাহাবীর "আল-মীযান" গ্রন্থে এসেছেঃ ইবনু আদী তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেনঃ আমার নিকট তার অবস্থান হাদীস চোর হিসাবে।

আব্দুল্লাহ ইবনু মায়মূন যদি কাদাহ হন, তাহলে তিনি মাতরূক। আর যদি অন্য কেউ হন তাহলে তিনি মাজহুল। কুরাশী সূত্রে মূসা ইবনু উকবা হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদে আনন্দিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেনঃ আবুল হায়সামের বর্ণনা মূসা হতে। আবুল ফাতাহ আল-আযদী বলেনঃكذاب তিনি মিথ্যুক। "লিসানুল মীযান" গ্রন্থেও অনুরূপ কথা এসেছে।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=5377

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন